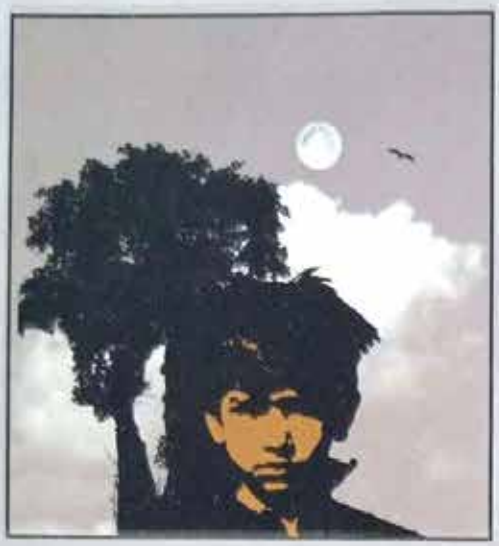

সুর, ছন্দ, কথা, কবিতা ও সাহিত্যে একটি বহুল উচ্চারিত নাম শেখ রাসেল। ১৮ই অক্টোবর ও ১৫ই আগস্ট শিশু রাসেলের উদয় ও অন্তর্ধানের দিবস। এই দুটি দিন দেশের পত্রপত্রিকা সাময়িকী টেলিভিশন ও বেতারে রাসেলকে নিয়ে নানাভাবে স্মৃতিচারণ হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রকাশ পায় রাসেলকে নিয়ে স্মরণিকা। এই দিন অসংখ্য সংকল্পও গ্রহণ করা হয়। এদেশের কবি সাহিত্যিক নানাভাবে স্মরণ করেন শেখ রাসেলকে। বিশ্বের অনেক কবি, লেখকও রাসেলকে স্মরণ করেছেন গভীর মমতায়। মমতা মাখানো প্রকাশ ঘটেছে অন্নদাশংকর রায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কবি সাহিত্যিকদের লেখায়। এঁদের পাশাপাশি রাসেলকে স্মরণ করার আমারও এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পেতে হলে–
Visit:
Gmail: islamjulfia@gmail.com
Youtube chanel: julfia islam
Facbook like page: julfia islam
Web: www. julfiaislam.com
julfia islam samaj kallyan sangstha (JISKS)

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মানচিত্রে শেখ রাসেল

MANCHITRE SHEIKH RUSSEL

মূল : জুলফিয়া ইসলাম

ভাষান্তর : আহমেদ মায়িশা রেজা আগমনী

জুই প্রকাশন

প্রকাশক
জুলফিয়া ইসলাম
জুই প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
ছবি
সংগৃহীত
বর্ণবিন্যাস
আর কে গ্রাফিক্স পয়েন্ট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা
ISBN : 978-984-34-7597-8

MANCHITRE SHEIKH RUSSEL
by Julfia islam
Published by Jui Prokashon
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk. 250.00 Only
US$: 10

পরিবেশক
বিদ্যাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ঘরে বসে জুই প্রকাশন-এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com/Jui Prokashan
অথবা ফোনে অর্ডার করুন এই নাম্বারে : ০১৫১৯৫২১৯৭১, হটলাইন : ১৬২৯৭

ভূমিকা

সুর, ছন্দ, কথা, কবিতা ও সাহিত্যে একটি বহুল উচ্চারিত নাম শেখ রাসেল। ১৮ই অক্টোবর ও ১৫ই আগস্ট শিশু রাসেলের উদয় ও অন্তর্ধানের দিবস। এই দুটি দিন দেশের পত্রপত্রিকা সাময়িকী টেলিভিশন ও বেতারে রাসেলকে নিয়ে নানাভাবে স্মৃতিচারণ হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রকাশ পায় রাসেলকে নিয়ে স্মরণিকা। এই দিন অসংখ্য সংকল্পও গ্রহণ করা হয়। এদেশের কবি সাহিত্যিক নানাভাবে স্মরণ করেন শেখ রাসেলকে। বিশ্বের অনেক কবি, লেখকও রাসেলকে স্মরণ করেছেন গভীর মমতায়। মমতা মাখানো প্রকাশ ঘটেছে অন্নদাশংকর রায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কবি সাহিত্যিকদের লেখায়। এঁদের পাশাপাশি রাসেলকে স্মরণ করার আমারও এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

জুলফিয়া ইসলাম
Islamjulfia@gmail.com

সূচি

চোখের মণি শেখ রাসেল #১৩

Apple of the Eyes-Sheikh Russel #16

আঠারো অক্টোবর #১৯

18th October #22

একটি রাতের গল্প #২৫

Story of a Night #29

এক সাইকেল #৩৩

A Cycle #35

একটি দেশের জন্মলগ্ন #৩৭

The Birth of a Country #40

ইতিহাসের আরও এক সাক্ষী #৪৩

Another Witness of History #46

একটি স্বপ্নের মৃত্যু #৪৯

The Demise of a Dream #53

পিতার নাম বঙ্গবন্ধু #৫৮

Name of the Father, Bangabandhu #61

মিতুর স্বপ্ন #৬৪

Mitu's Dream #67

পাগলা মামার দলিল #৭১

Pagla Mama's Document #77

চোখের মণি শেখ রাসেল

ওরা পাঁচ ভাই বোন। শেখ রাসেল সবার ছোট। তাই সে সবার আদরের। সবার বড় হাসু আপা। তারপর জামাল, কামাল ভাই। ছোট আপা রেহানা। খুব সুখী একটি পরিবার। এই পরিবারের চোখের মণি ছোট ভাই শেখ রাসেল। রাসেলকে ছড়া শোনাতে পছন্দ করেন বড় আপা, হাসু আপা। ছড়াগান শোনান। রাসেল ছড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

হাসু আপার খুব পছন্দ গান গাওয়া আর ছবি তোলা। শখ করে বিভিন্ন জায়গায় ছবি তোলেন হাসু আপা। ওঁদের বাড়িতে এরকম কয়েকটি ছবির অ্যালবাম আছে।

হাসু আপার চুলগুলো খুব সুন্দর। তিনি লম্বা চুলে বেণি গাঁথতে পছন্দ করেন। রাসেলের কাছে আপার বেণিটা খুব পছন্দের। আপা তার শিশু ভাইটাকে ভীষণ ভালোবাসেন। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য তার কান্না রেকর্ড করা হতো। মা আর হাসু আপা এসব শুনে শুনে বেশ আনন্দ পেতেন। এসব নিয়েই ওঁদের দিন কাটে। তবে তাঁদের বাবার বিষয়টা একেবারে ভিন্ন। তাঁকে খুব একটা সময় কাছে পায়নি রাসেল। তিনি তাঁর দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়ে অধিকাংশ সময়ে জেলখানায় অতিবাহিত করেছেন।

বাবার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করতে গেলে তিনি কোলে তুলে নেন রাসেলকে। আদর করেন। বাবার কাছে গেলে রাসেলের খুব ভালো লাগে। অনেকক্ষণ তাঁর কোলে উঠে বুকের সাথে মিশে থাকে সে। ওই বুক থেকে আর নামতে ইচ্ছে করে না তার। ওরা সবাই বাবাকে আব্বা ডাকে। আব্বার কোল থেকে নেমে বাসায় চলে আসতে মন সায় দেয় না কিছুতেই।

আব্বা যখন জেলখানায় থাকেন তখন তাঁর জন্য রাসেলের খুব মন খারাপ হয়। ঘুম ভেঙে গেলে বিছানা হাতিয়ে দেখে সে। বাসার সবাই তখন ঘুমিয়ে থাকে। তার মা এসব খেয়াল করেন। তিনি রাসেলকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, এসো রাসেল সোনা, আমার বুকে, আমরা ঘুমাই। রাসেল মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। রাসেলকে খুশি করার জন্য মা অনেক কিছু করে থাকেন। ওর জন্য বাড়িতে তিন চাকার সাইকেলও কিনে আনা হয়।

বাড়িতে কবুতরও পোষা হয়। রাসেল খুব ভোরে উঠে মায়ের সঙ্গে কবুতরের কাছে যায়। মায়ের সঙ্গে কবুতরের যত্ন আত্তি করে। কবুতর শান্তির প্রতীক। সাদা পায়রা রাসেলের খুব ভালো লাগে। যখন সে স্কুলে ভর্তি হয় তখন প্রথম প্রথম তার একটু মন খারাপ করত। স্কুল থেকে ফিরে এসে কবুতরগুলোর কাছে গেলে আবার মন ভালো হয়ে যেত।

এই সময় দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। সারা দেশের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে মেতে ওঠে। চারিদিকে শুধু মিছিল মিটিং আর স্লোগান। সবার মুখে শুধু 'জয় বাংলা' আর 'জয় বাংলা'। রাসেল শুধু এটুকু বোঝে তার বাবা একজন বড় নেতা। এ দেশের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। মানুষও তাঁকে খুব ভালোবাসে।

হঠাৎ দেশে পরিবর্তন দেখা দিলো। চারদিকে কেমন থমথমে ভাব। ঘরে বাইরে এমনি ভাবেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল। এমনি এক কালো রাতে গোলাগুলির শব্দে রাসেলের ঘুম ভেঙে যায়। কারা যেন ঢুকছে আর বের হচ্ছে। অনেক লোকের আনাগোনা। কী হয়েছে, কী হয়েছে? রাসেলের আব্বাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে।

কী অপরাধ তাঁর?

তাঁর অপরাধ তিনি ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে মাঠ ভর্তি লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

এ-নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হলো। রাসেলের বুকের ভেতরে ধুকপুক করত। তার বাবাকে মিলিটারি সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে। ভয় ও অসহিষ্ণুতার মাঝে দিন কেটে যাচ্ছিল ওদের পরিবারের। বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট শুরু হলো। মা সিদ্ধান্ত নিলেন বাসায় আর থাকবেন না।

আসলে বাসায় আর থাকা যাচ্ছে না। নিরাপদ কোথাও সরে যেতে হবে। মা একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলেন।

রাসেল গুটি গুটি পায়ে কবুতরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রাসেল কবুতরের ঘরের দরজা খুলে দিলো। শান্তির প্রতীক কবুতরদের মুক্ত করে দিলো। উড়িয়ে দিলো নীল আকাশে। আর মনে মনে কামনা করল– বাবা তুমি ফিরে আসো। ফিরে আসো শান্তির প্রতীক হয়ে।